Publication: - The Times of India
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 07

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# Port looks to boost NE link via Myanmar

TIMES NEWS NETWORK

Once the route becomes operational, food grains and other supplies for the northeast will be shipped to Sittwe from Kolkata or Haldia. The barges will then move north along a 225km waterway from Sittwe to Setpyitpyin along the Kaladan

**Kolkata:** After dispatching the first consignment of food grains to the North East through Bangladesh, the Kolkata Port Trust (KoPT) is now looking forward to the prospect of utilizing the port of Sittwe in Myanmar to connect to Mizoram and neighbouring states that are not well connected by road or railway networks.

Before long, the Kaladan multimodal transport project, funded by the ministry of external affairs, is expected to see the light of day. Once the route becomes operational, food grains and other supplies for the country's northeast will be shipped to Sittwe from Kolkata or Haldia. The barges will then move north along a 225km waterway from Sittwe to Setpyitpyin along River Kaladan. The Kaladan flows from Mizoram. Due to non-navigability of the river beyond Setpyitpyin, a 62km road network is also being built from there to Lawngtlai in southwestern Mizoram. This road will merge with NH-54 from there.

"We are trying to increase the movement of cargo through inland waterways. At present, only 2% of cargo uses this mode of transport though the cost is barely a fifth of what is incurred if goods are moved by road. This is because a lot of emphasis was laid on road and rail transport in the last 25 years. However, the cost of fuel and congestion has now forced a switch to the waterways. NTPC has already decided to move imported coal to Farakka in barges. The cost saving will be nearly 20%. Jindal ITF, the agency engaged to provide barges, is spending Rs 700 crore for the project. A tender will also be floated for movement of coal for the power plant at Barh as well. This will envisage an investment of nearly Rs 1,000 crore. The National Waterway I is an area of highest potential. From Haldia, there is access to Bangladesh. This is the protocol route between the two countries. On Wednesday, the first consignment of food grain moved through Bangladesh to Ashuganj. From Ashuganj, the consignment will take a road route to Akhaura in Tripura. It is a win-win situation for both countries. While we can move food grain to be distributed through the Public Distribution System at a much cheaper cost, all vessels and trucks are provided by Bangladeshi operators," said Vishwapati Trivedi, chairman, Inland Waterways Authority of India (IWAI), at a seminar organized by the Bengal Chamber in Kolkata on Friday.

In the first lot, Food Corporation of India (FCI) plans to move 30,000 tonnes of food grain to the northeast. An agreement has been signed with Bangladesh for movement of 10,000 tonnes. It took Bangladesh three months to grant this permission. Trivedi hoped that this process is streamlined.

According to KoPT chairman RPS Kahlon, once Sittwe port is integrated with the proposed National Waterway 6, it will be of great help as trade with Myanmar is flourishing. "The state governments will need to get involved if cargo movement through inland waterways is to develop. Last-minute connectivity will also have to be developed. The state government looks after the stretch between Namkhana and Raimangal. There are a lot of problems along this stretch. We have taken up the matter with the state transport department. The IWAI should also take up this matter," he said.

Publication: - Ebela
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 03

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

## ঝলক

### রেল-বৈঠক

● রাজ্যে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কতদূর এগিয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনার জন্য শুক্রবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন রেলকর্তারা। ইতিমধ্যেই পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও মেট্রোর অনেকগুলো প্রকল্পের কাজ চলছে। বৈঠকে কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। রেল সূত্রের খবর, কৃষ্ণনগর-বেথুয়াডহরি, বেথুয়াডহরি-পলাশি, নলহাটি-সাগরদিঘি, নবদ্বীপধাম-পাটুলি-সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাল পরিষেবা নিয়েও আলোচনা হয়।

### জয়েন্টের ফল

● জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে আজ, শনিবার দুপুর ২টোয়। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের সেক্রেটারি ভাস্কর গুপ্ত জানিয়েছেন, দুপুর ৩টের পর বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। এসএমএসের মাধ্যমেও জানা যাবে ফল। আগেই উত্তরপত্রের ওএমআর শিট বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে।

### বন্দরের জন্য বৈঠক

● বন্দরের সীমানা নিয়ে বাংলা ও ওড়িশার বিরোধ মেটাতে ১৪ জুন দিল্লিতে বৈঠক হবে। জাহাজ মন্ত্রকের ডাকা এই বৈঠকে কলকাতা বন্দরের পাশাপাশি ধামরা এবং পারাদ্বীপ বন্দর কর্তৃপক্ষের উপস্থিত থাকার কথা। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান আরপিএস কাঁহালো আশা করছেন, সব পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা ওই বৈঠকে বেরিয়ে আসবে।

Publication: - Ei Samay
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 09

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# এনটিপিসি এ বার জলপথে কয়লা পরিবহণ করবে

চেনা চিত্রের বদল হতে চলেছে

**এই সময়:** আর রেলপথ বা সড়ক পথে নয়, এনটিপিসি এ বার থেকে তাদের ফরাক্কা ও বাঢ়(বিহার) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র দু'টির জন্য বিদেশের আমদানি করা কয়লা পরিবহণ করবে জলপথে। ফরাক্কার ক্ষেত্রে সাত বছরের জন্য বার্ষিক তিন মিলিয়ন টন ও বাঢ় কেন্দ্রে ১০ বছরের জন্য তিন মিলিয়ন টন কয়লা জলপথে নিয়ে যাওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র (আইডব্লুএআই) চেয়ারম্যান বিশ্বপতি ত্রিবেদি কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের এক আলোচনাসভায় শুক্রবার বলেন, 'হলদিয়া অথবা স্যান্ডহেড থেকে কয়লা পরিবহণের জন্য ছোট জাহাজ কেনা, ফরাক্কায় টার্মিনাল নির্মাণ ও টার্মিনাল থেকে ফরাক্কা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা নিয়ে যাওয়ার কনভেয়র বেল্ট নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত 'জিন্দাল আইটিএফ' সংস্থা লগ্নি করবে ৭০০ কোটি টাকা। বাঢ় কেন্দ্রের জন্য এখনও সংস্থা নির্বাচিত না হলেও এ ক্ষেত্রে লগ্নি এক হাজার কোটি টাকা হবে বলেও তা জানিয়ে দেন ত্রিবেদি।

কিন্তু জলপথে অন্তর্দেশীয় কয়লা পরিবহণের এই নতুন পদ্ধতি সফল হয়ে ওঠার পথে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে ফরাক্কা ব্যারাজের পুরোনো ও কিছুটা রুগ্ন লকগেটটি। ব্যারাজের জেনারেল ম্যানেজার অরুণকুমার সিনহা জানান, এখন এক একটি জাহাজ লকগেট পার করাতে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এই গেটটির আধুনিকীকরণ করাতে চান তাঁরা। দু'বছর পরে কাজটা করে ফেলা গেলে আধ ঘণ্টায় এক একটি জাহাজ পার করানো যাবে। তখন মাসে ১৫০টি পর্যন্ত জলযান গেট বেরোতে পারবে। ওই কাজের জন্য টাকার অভাব না থাকলেও ব্যারাজ কর্তৃপক্ষ কাজের জন্য দক্ষ পরামর্শদাতা খুঁজে পাচ্ছে না। ত্রিবেদি চান, আরও একটি লকগেট নির্মাণ করা হোক। ব্যারাজের জেনারেল ম্যানেজার বলেন, 'জমি অধিগ্রহণ সমস্যার জন্য সব আটকে যাচ্ছে।'

কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান আর পি এস কাহালোঁ বলেন, 'বিদ্যুৎ কেন্দ্রে খুব বড় জলযান নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই হলদিয়া বা স্যান্ডহেড থেকে বড় জাহাজে কয়লা কলকাতা বন্দরে নিয়ে এসে একাধিক ছোট জলযানে তা ফরাক্কা ও বাঢ়ে পাঠানো যেতে পারে। একাধিক জলযানের খরচ কমাতে একটি জাহাজের সঙ্গে 'ডাম্ব বার্জ' বা গাদা বোট লাগিয়ে দিলে খরচ কমবে।'

এ দিকে ওড়িশা উপকূলের 'কণিকা স্যান্ডস' অঞ্চলে কলকাতা বন্দরের জলসীমা সম্প্রসারণের প্রশ্নে ওড়িশা সরকারের সঙ্গে বিবাদ মেটাতে ১৪ জুন দিল্লিতে চূড়ান্ত বৈঠক বসবে বলে জানিয়েছেন কাহালোঁ। সমস্যা মিটলে কণিকা স্যান্ডসের শান্ত সমুদ্রে সারা বছরই বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে মাল নামানো যাবে 'ট্রান্সলোডিং' পদ্ধতিতে।

শালুকখালিতে নতুন চারটি বার্থ নির্মাণের জন্য চতুর্থবারের টেন্ডারে অন্তত দু'টি সংস্থা দরপত্র জমা দেবে বলে চেয়ারম্যানের আশা। তিনি জানান, হলদিয়ায় নতুন প্রকল্পে পরিবেশ বিষয়ক ছাড়পত্র মেলার অনিশ্চয়তা এবং 'সিকিউরিটি ছাড়পত্র' পেতে বিলম্ব হওয়ার কারণে গত তিনবারের টেন্ডারে কোনও দরপত্র জমা পড়েনি।

106 D, Block-F, New Alipore, Kolkata ... ymatterpr.com www.greymatterpr.com

Publication: - Hindu Business Line
Date: - 10th June, 2013
Page No: - 13

Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"

# Farakka Barrage lock-gate improvement work likely soon

## Water Resources Ministry plan to help coal movement to NTPC plants

*After modernisation, the lock-gate is expected to allow passage for 80 vessels a month from the current 30.*

**Our Bureau**
*Kolkata, June 9*

The Union Ministry of Water Resources is planning to improve the lock-gate operations at Farakka Barrage in West Bengal to pave the way for movement of coal through the Ganges to NTPC power plants at Farakka, Kahalgaon and Barh.

The power major has already awarded a contract to Jindal ITF to carry 3-7 million tonne imported coal from the Haldia Port to Farakka. While part of the consignment will be consumed at Farakka, the rest will be carried through rail to Kahalgaon in Bihar.

**ENGINEERING MARVEL**

A fresh tender has now been launched seeking bids for carrying another three million tonne of imported coal up to Barh-II thermal power project in Bihar.

Once regarded as an engineering marvel, the barrage is now in crying need of modernisation.

Out of 109 lock gates stretching over the 2,240-metre barrage, only one lock gate is available for movement of vessels.

To add to the woes of the barrage authorities, gates are now operated mechanically, taking three hours to complete the entire operation from opening to closure of the gate.

According to V. Trivedi, Chairperson, Inland Waterways Authority of India, the Union Government recently approved a Rs 24-crore project to install hydraulic gears for operation of one sluice gate. It should reduce allow passage of vessels in half an hour.

"We have also proposed that there be a second lock-gate in the near future (dedicated for vessels)," Trivedi had said recently.

After modernisation, the barrage official said, the lock-gate would allow passage for 80 vessels a month from the current 30. According to him, even if the barrage copes with movement of coal for NTPC's Farakka unit, the current rate of vessel movement will be inadequate once transportation of consignment for the Barh-II plant begins.

ayan.pramanik@thehindu.co.in

Publication: - Sangbad Pratidin
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 07

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# জলপথ পরিবহনে সহযোগিতা বাড়াচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :** হলদিয়া থেকে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ পর্যন্ত জলপথে তিন হাজার টন খাদ্যশস্য গেল। বৃহস্পতিবারই হলদিয়া বন্দর থেকে বার্জে করে হুগলি নদী দিয়ে এই খাদ্যশস্য বাংলাদেশে যায় বলে শুক্রবার বণিকসভার এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আরপিএস কাহালোঁ। রেল ও সড়কের পাশাপাশি, জলপথকে জনপ্রিয় করার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে প্রতিবেশী দুই দেশ। বস্তুত, রেল ও সড়ক পরিবহনের চেয়ে জলপথ পরিবহন তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত। বণিকসভার এই অনুষ্ঠানে কাহালোঁ বলেন, "হলদিয়া বন্দরকে জলপথ পরিবহনের জন্য আরও উপযোগী করার জন্য নাব্যতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় পলি তোলা তথা ড্রেজিংয়ের দু'বছরের বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এ বিষয়ে কেন্দ্রকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ ভরতুকি দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে কোনওরকম সাড়া মিলছে না।" বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় জলপথ কমিশনের চেয়ারপার্সন ভি ত্রিবেদী, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট কল্লোল দত্ত।

এদিন আলোচনাচক্রে এক প্রশ্নের উত্তরে আর পি এস কাহালোঁ বলেন, "ওড়িশার ধামড়া পোর্টের দু'কিলোমিটার দূরে কণিকা আইল্যান্ডকে ঘিরে যে বিতর্ক চলছে, তা মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সরকার, কলকাতা, ধামড়া ও পারাদ্বীপ বন্দর কর্তৃপক্ষ, আলোচনায় বসবে।" প্রসঙ্গত বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। আলোচনায় সমাধানসূত্র না বেরলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। দেশের বিভিন্ন জলপথ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এদিন জাতীয় জলপথ কমিশনের চেয়ারপার্সন ভি ত্রিবেদী জানান, কত দ্রুত জলপথ পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করা যায় তার জন্য তৎপর রয়েছে কেন্দ্র। দেশের প্রধান ছ'টি জলপথের উল্লেখ করেন তিনি।

**আলোচনাচক্রে কলকাতা পোর্টের চেয়ারম্যান আরপিএস কাহালোঁ, জাতীয় জলপথ কমিশনের চেয়ারম্যান ভি ত্রিবেদী। শুক্রবার কলকাতায়। —প্রতিদিন চিত্র**

Publication: - The Hindustan Times
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 07

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# BENGAL-ODISHA PORT LIMIT MEET ON JUNE 14

**KOLKATA:** A two-year-old war between West Bengal and Odisha over port limits is set to see a truce at a proposed high-level meeting on June 14.

"The meeting between the port authorities and shipping ministry officials will be held in New Delhi. We expect a settlement with terms acceptable to all of us," Kolkata Port Trust (KoPT) chairman RPS Kahlon said here on Friday.

The meeting will discuss the modifications sought by the Odisha government in the formula recommended by the Union shipping ministry for an amicable settlment. Odisha had indicated that it was willing to accept the formula with some modifications, Kahlon said on the sidelines of a seminar organised by Bengal Chamber of Commerce and Industry on the 'Importance of Waterways'.

In November 2010, the shipping ministry had notified extension of the limit of KoPT, covering certain stretches in the Bay of Bengal bordering Odisha. PTI

Publication: - The Statesman
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 09

Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"

# Port transloading dispute likely to end soon

statesman news service

KOLKATA, 7 JUNE: The stalemate between Odisha and Bengal governments over transloading at Kanika Sands could be resolved soon with Mr RPS Kahlon, chairman, KoPT, saying that a solution is likely to be worked out at a meeting on 14 June. "A high-level meeting will be held on 14 June in Delhi. It will be attended by the ministry of shipping, Government of Odisha, Government of West Bengal, and representatives from KoPT, Dhamra Port, Paradip Port and upcoming Subarnarekha Port," Mr Kahlon said at a seminar organised by the Bengal Chamber of Commerce and Industry on "Importance of Waterways for Economic Development".

An affidavit will have to be filed by KoPT before the Supreme Court in July, based on the solution arrived at the meeting, he added. Modifications sought by the Odisha government in the formula recommended by the Union Shipping Ministry for settlement, will be discussed in the meeting.

A Rs 50 crore upgradation work for the Farraka barrage by the Inland Waterways Authority will boost transloading, which will ease barge movement from Haldia to Farraka and then to Barh in Bihar.

Inland Waterways Authority of India chairperson, Mr V Trivedi, said a contract for three million tonnes of coal for NTPC from Haldia to Farraka has been allotted and operations may be commissioned within the next two months.

Publication: - The Telegraph
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 11

Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"

# Port tiff nears solution

A STAFF REPORTER

**Calcutta, June 7:** The Calcutta Port Trust (CPT) is looking forward to the resolution of a two-year old stalemate on a proposed transloading facility at Kanika Sands, a cluster of islands off the Odisha coast, at a meeting in New Delhi next week.

CPT chairman R.P.S. Kahlon said the June 14 meeting will be would be attended by the port authorities of Dhamra, Paradip and Subarnarekha ports in Odisha, representatives of the respective state governments and shipping ministry officials.

"I am hoping that the issue could be resolved. The Supreme Court has requested the ministry of shipping to sit with all the stakeholders to work out a mutually acceptable solution. A proposal has been given to Odisha (government). They have indicated their willingness to accept certain formula (which) is acceptable to us," he said on the sidelines of an event at the Bengal Chamber of Commerce and Industry.

Kahlon said the CPT would have to file an affidavit before the Supreme Court in July based on the settlement reached at the meeting.

An acceptable solution might be the shifting of operations to an alternative location close to Kanika Sands, but the chairman did not give any specific details.

The CPT had planned to pick a private operator through competitive bidding for setting up the Rs 300-crore transloading facility. The floating terminal will be stationed at Sandheads, 60 miles south of Haldia, for eight months in a year. During monsoons, it will be taken to Kanika Sands, next to the Dhamra port and 60 miles south of Sandheads.

The Odisha government had moved the apex court following the shipping ministry's decision to extend the limits of the CPT, covering parts of the Bay of Bengal close to the Odisha border. It had pointed out that transloading at Kanika Sands would impact the cargo flow to the Odisha ports.

The CPT was affected by the tussle as it failed to start transloading, which would have revived its fortunes at a time draught continued to prevent the entry of larger vessels at its facilities.

**R.P.S. Kahlon (right) with Inland Waterways Authority of India chairman Vishwapati Trivedi in Calcutta on Friday.** Picture by Kishor Roy Chowdhury

Publication: - Bartaman
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 06

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

## অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ

# পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের সদর্থক ভূমিকা চান পোর্ট ট্রাস্ট কর্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারের আরও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আর পি এস কাহালো। শুক্রবার কলকাতায় এক আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে কাহালো বলেন, আমি মনে করি, একমাত্র তখনই অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো সম্ভব, যখন রাজ্য সরকার সেই দিকে বিশেষ নজর দেবে। সংশ্লিষ্ট সরকারের সদর্থক ভূমিকা না থাকলে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা অসম্ভব ব্যাপার।

এদিন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যারেজ নির্মাণ-প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, এক্ষেত্রে সবথেকে বড় বাধা জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত সমস্যা। তার সমাধান করা আশু প্রয়োজন। এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট মহলের আধিকারিকদের নিয়ে একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' গড়ে তোলার কথাও জানান তিনি। এই খাতে সম্প্রতি প্রায় ৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।

কাহালোর দাবি, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে অভ্যন্তরীণ জলপথের 'ভেসেল' থেকে তিন কোটি টাকা আয় করেছে। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ওই আয়ের পরিমাণ ছিল ২.৪২ কোটি টাকা। চেয়ারম্যানের অভিযোগ, ২৪ শতাংশ আয়বৃদ্ধি হলেও 'ভেসেল'-এর জন্য কোনও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কাহালো বলেন, বিশেষত ফারাক্কা ব্যারেজে ভেসেলের অভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ফ্লাই অ্যাশ, টিম্বার, ফুড গ্রেনস, কয়লা প্রভৃতি বহন করার জন্য ভেসেলের ভূমিকা অনবদ্য।

এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বলেন, হলদিয়া বন্দরের ২ এবং ৮ নম্বর বার্জ নিয়ে আমরা ফের 'ফ্রেশ' টেন্ডার ডাকতে পারি। তবে আমাদের শর্তগুলি একই থাকবে। আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট-এর জেনারেল ম্যানেজার অরুণকুমার সিনহা বলেন, ভারত-বাংলাদেশ জলচুক্তির ফলে বাংলাদেশকে যখন জল দিতে হয়, তখন আমাদের ফিডারগুলি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আসলে সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের তো হাত-পা বাঁধা।

'ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া'-এর (আই ডব্লু এ আই) চেয়ারপার্সন ভি ত্রিবেদী বলেন, খুব শীঘ্রই অসম অঞ্চলে ষষ্ঠ ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজের ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজের সংখ্যা পাঁচ। জাতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ সংক্রান্ত ইস্যুতে ব্যারেজ নির্মাণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক অত্যন্ত উৎসাহ দেখিয়েছে বলে ত্রিবেদীর দাবি।

Publication: - Ekdin
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 06

Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"

# পরিবহণ খাতে আয় বেড়েছে বন্দরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দেশের নদীপথগুলি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পণ্যপরিবহণের ক্ষেত্রে রেলপথ বা সড়কপথের তুলনায় জলপথে তুলনামূলক ভাবে কম খরচ হওয়ায় জলপথে পণ্যপরিবহণের প্রবণতা বাড়ছে। শুক্রবার জাহাজমন্ত্রকের অন্তর্দেশীয় জলপথ নিগমের চেয়ারম্যান ভি ত্রিবেদী বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলপথের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে এই মন্তব্য করেন। তিনি জানান, ১৯৮৬ সালে পাঁচটি জাতীয় জলপথ চিহ্নিত করা হয়। ষষ্ঠ জাতীয় জলপথটি আগামী বাদল অধিবেশনে ঘোষিত হবে।

প্রথম জাতীয় জলপথটি এলাহাবাদ থেকে হলদিয়া পর্যন্ত মোট ১,৬২০ কিলোমিটার। দ্বিতীয়টি অসমের গাদিয়া থেকে ধুবড়ি হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত ৮৯১ কিলোমিটার। তৃতীয় জাতীয় জলপথটি কেরলের কোট্টাপুরম থেকে কোলহাম পর্যন্ত ২০৫কিলোমিটার। চতুর্থটি কাঁকিনাড়া থেকে পণ্ডীচেরি পর্যন্ত ১০৯৫ কিলোমিটার। পঞ্চম জাতীয় জলপথটি ব্রাহ্মণী নদী থেকে তালচের হয়ে ধামড়া পর্যন্ত ৬২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ। ষষ্ঠ জাতীয় জলপথ যেটি ঘোষিত হবে সেটি লখিপুর থেকে ভাঙা পর্যন্ত ১২১ কিলোমিটার দীর্ঘ। জাতীয় জলপথ ঘোষণার মূল লক্ষ্য হল, ঘোষিত জলপথগুলির নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের খাতে কেন্দ্রীয় অনুদান ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান জানান, জাতীয় জলপথের পরিবহণ সম্পর্কিত ৯টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রতি দু'মাস অন্তর খোঁজখবর নেয়। ভি ত্রিবেদী বলেন, গতকালই হলদিয়া থেকে বাংলাদেশ 'প্রোটোকল রুটে' বাংলাদেশের আশুগঞ্জে ৩০০০ টন খাদ্যশস্য পাঠানো হয়েছে।

কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান আরপিএস কাঁহালো বলেন, আর্ন্তদেশীয় পণ্য পরিবহণ খাতে ২০১২-১৩ সময়কালে কলকাতা বন্দরের রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩ কোটি টাকা। ২০১১-১২-এ যার পরিমাণ ছিল ২.৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

বেড়েছে মোট ২৪ শতাংশ। কলকাতা বন্দর ২০১২-১৩ সালে পণ্য পরিবহণ করেছে ১.৭৫ মিলিয়ন টন। প্রসঙ্গত, ২০১১-১২ সালে এর পরিমাণ ছিল ১.৫৩ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ মোট ১৪.৪ শতাংশ বেশি পণ্য পরিবহণ হয়েছে। তিনি জাতীয় জলপথের বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দেন।

ধামড়া বন্দরের কাছে কণিকা দ্বীপ নিয়ে কলকাতা এবং ওড়িশার মতবিরোধ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান জানান, খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়ে সমাধানসূত্র মিলবে। ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ধামড়া, পারাদ্বীপ ও কলকাতা বন্দরের মধ্যে আগামী মাসের ১৪ তারিখ এ বিষয়ে আলোচনায় বসবে। তিনি আরও জানান, শালুকখালি বন্দরের পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র শিগগিরি মিলবে। ইতিমধ্যেই এই বন্দরের বরাত পাওয়ার দৌড়ে তিনটি সংস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে রয়েছে। অন্য দিকে, হলদিয়া ২ ও ৮ নম্বর ডকের জন্য আবার নতুন করে টেণ্ডার ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান। একই সঙ্গে তিনি জানান, ড্রেজিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রকের কাছে তাঁরা ১০০ শতাংশ ভরতুকি চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র কতটা সহযোগিতা করবে জানতে চাইলে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রক সবসময়ই তাঁদের সহযোগিতা করে থাকে।

ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার অরুণকুমার সিংহ কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়ার জন্য পরোক্ষ ভাবে গঙ্গা জলচুক্তিকে দায়ি করেছেন। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশ জলচুক্তির ফলে ১১ মার্চ থেকে ১০ মের মধ্যে মোট ৭০ হাজার কিউসেক জলের ৫০ শতাংশ বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে। ফলে ফিডার ক্যানাল দিয়ে হলদিয়ায় জল পাঠাতে গিয়ে ভাগীরথীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আলোচনাচক্রে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি কল্লোল দত্ত, ক্যাপটেন এস বি মজুমদার, পি রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Publication: - Prayag
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 02

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে জাতীয় জলপথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ৭ জুন ঃ** দেশের অভ্যন্তরীণ বণিজ্য বৃদ্ধিতে জাতীয় জলপথ পরিবহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মন্তব্য করলেন জাতীয় জলপথ নিগমের চেয়ারপার্সন ভি ত্রিবেদী। শুক্রবার রাজ্যে বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'জাতীয় জলপথে গুরুত্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নে' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় যোগদান করে তিনি বলেন, 'দেশের মধ্যে অনেকগুলি জলপথ রয়েছে। কিন্তু জাতীয় জলপথের মর্যাদা সবকটি জলপথকেই দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ী যে সমস্ত জলপথগুলির গভীরতা বেশি এবং একইসঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যবহ সেগুলিকে জাতীয় জলপথের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এদেশে পাঁচটি জলপথকে জাতীয় জলপথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১) গাঙ্গেয় জলপথ অঞ্চল (এলাহাবাদ পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার) ২) ব্রহ্মপুত্র জলপথ অঞ্চল ৩)কেরেলায় জলপথ অঞ্চল ৪) পদুচেরি থেকে কাঁকিনাড়া পর্যন্ত জলপথ অঞ্চল ৫) কৃষ্ণা-গোদাবরী জলপথ অঞ্চল এবং ষষ্ঠ জলপথ অঞ্চল হিসেবে যুক্ত হতে চলেছে বারাক জলপথ অঞ্চল।

তিনি আরও বলেন, অতীতে সড়ক ও রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত কিন্তু ক্রমাগত জ্বালানির খরচ বৃদ্ধি একইসঙ্গে সড়ক ও রেলপথে পণ্য পরিবহণে সময়সীমা বৃদ্ধি পাওয়ায় খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জলপথে পণ্য পরিবহণ প্রায় ২০ শতাংশ কম খরচে করা সম্ভব। তাই ধীরে ধীরে জলপথে পণ্য পরিবহণের ওপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারও চলতি অর্থবর্ষে তার পেশ করা বাজেটে জলপথ নিয়ে সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও ড্রেজিং-এর বিষয়টিকে তার কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি বলেন, জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের পাশাপাশি। ইতিমধ্যেই একটি সংস্থা জলপথের পণ্য পরিবহনের পরিকাঠামো তৈরির জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

*শুক্রবার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত জাতীয় জলপথের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত (বাঁদিক থেকে ডানদিকে) কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান আর পি এস কাঁহালো, ভারতীয় জলপথ নিগমের চেয়ারপার্সন ভি ত্রিবেদী এবং বণিকসভার সভাপতি কল্লোল দত্ত। — নিজস্ব চিত্র*

এছাড়া সভায় উপস্থিতস ছিলেন কলকাত
বন্দরের চেয়ারম্যান আর পি এস কাঁহাল
জানান, কলকাতা বন্দর অভ্যন্তরীণ জলপথ
ব্যবহার করে ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে প্রায়
কোটি টাকার মতো রাজস্ব আমদানি কর
পেরেছে যা বিগত অর্থবর্ষের ২.৪২ কোটি টা
থেকে ২৪ শতাংশ বেশি। শুধু তাই নয় তি
আরও বলেন, যেহেতু সমস্ত জলপথকে
জাতীয় জলপথের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি ত
রাজ্যস্তরের জলপথগুলিতে জাতী
জলপথগুলির সঙ্গে সমন্বয় ঘটানোর জ
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জলপথ বাণিজ্য বৃদ্ধি
বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলিকেও সংযুক্ত ক
আবশ্যক। পাশাপাশি তিনি এও জানান
কলকাতা বন্দর আগামী দিনে জলপথগু
উন্নয়ন ও পরিকাঠামোগত বিকাশের জ
যাবতীয় সহায়তা করবে।

তিনি আরও জানান, আগামী সপ্তা
নয়াদিল্লিতে কলকাতা, পারাদ্বীপ, ধামড়া বন্দ
কর্তৃপক্ষ ও দুই রাজ্যের সরকারের প্রতিনি
দলের বৈঠকের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এক
অমীমাংসিত বিষয়ে সমাধানসূত্র বার করার চে
করা হবে। তিনি এ ও জানান, কলকাতা
বাংলাদেশের মধ্যেকার প্রোটোকল রুট দি
সম্প্রতি ৩০০০ টন খাদ্যপণ্য বাংলাদে
পাঠানো হয়েছে, যা কলকাতা বন্দরের সাফল্য
জাতীয় জলপথের গুরুত্ব বৃদ্ধির ইঙ্গিতবহ।

Publication: - Sanmarg
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 06

**Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"**

# हल्दिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने के आसार बढ़े

**कोलकाता :** पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाने के नाम पर पूर्व में हल्दिया पर लगाये गए प्रतिबंध को हटाये जाने के आसार बढ़ने लगे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि इस प्रतिबंध के कारण ही हल्दिया में नये उद्योगों के लगाये जाने पर रोक लग गयी थी। इस वजह से हल्दिया के औद्योगिक विकास की रफ्तार थम गयी थी। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर अरुण कुमार सिन्हा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन आरपीएस कहलोन और इनलैंड वाटरवेज ऑथरिटी के चेयर पर्सन वी त्रिवेदी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह संभावना जतायी। बंगाल चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के पहल पर आर्थिक विकास में जल मार्ग के महत्व पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लेने आये अरुण कुमार सिन्हा और विशिष्ट अतिथि आरपीएस कहलोन एवं त्रिवेदी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से इस तरह के सकारात्मक संकेत मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोलकाता और हल्दिया पोर्ट के लिए मिलने वाला अनुदान जारी रहेगा। नयी व्यवस्था लागू किये जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने एक रोड मैप तैयार करने को कहा है जिसके तहत अनुदान की राशि धीरे-धीरे कम की जाएगी। फरक्का से हल्दिया के लिए तीस लाख टन कार्गो देने की बात भी कही गयी। इस परिचर्चा में कहा गया कि भारत में जहाज उद्योग के विकास में नदी मार्ग और जल मार्ग का मुख्य अवदान रहा है। इसमें माल ढुलाई की लागत कम पड़ती है और पर्यावरण के लिहाज से भी यह अनुकूल है।

*कार्यक्रम में वी त्रिवेदी, कल्लोल दत्त व आरपीएस कहलोन*

grey matter pr

Publication: - Business Standard
Date: - 8th June, 2013
Page No: - 05

Seminar on "Importance of Waterways for Economic Development"

Business Standard KOLKATA | WEEKEND, 8 JUNE 2013

# Dispute over port's operations in Kanika sands set to end: KoPT chairman

BS REPORTER
Kolkata, 7 June

In accordance with Supreme Court's direction, the long-standing battle between the Odisha government and the Kolkata Port Trust (KoPT) over the extension of the latter's area up to Kanika sands is finally heading for an amicable settlement as all the concerned parties set to formally approve an agreed formula in a high-level meeting on June 14.

"Ministry of Shipping came out with a proposal as a solution. Odisha government suggested some modification in that, which we are agreeable to. The Kanika sands issue is set to be resolved. The matter will come up on a meeting on June 14," KoPT Chairman R P S Kahlon told reporters on the sideline of a seminar at Bengal Chamber of Commerce here.

**(From left)** V Trivedi, chairperson, Inland Waterways Authority of India, R P S Kahlon, chairman, Kolkata Port Trust and Kallol Datta, president, Bengal Chamber of Commerce, at a seminar, in Kolkata on Friday.

PHOTO: SUBRATA MAJUMDER

Representatives of Ministry of Shipping, Kolkata Port Trust (KoPT), Dhamra Port along with representatives of west Bnegal and Odisha government are expected to attend the June 14 meeting in Delhi.

"Following this we will file an affidavit before SC, which had directed for amicable solution," Kalhon said.

He, however, refused to share details about the proposed solution. Sources suggest KoPT would be allowed to carry on the transloading operations in Kanika Sands. But, a new location is identified for the proposed operation, to which unlike the earlier one, Odisha government does not have objections.

The dispute dates back to November 2010, when through a notification by Shipping Ministry KoPT had extended its limits to more than 200 kilo metre south of Haldia into the Bay of Bengal covering an area of 28646 square kilo metre and came out with a plan to build a transloading terminal at Kanika sands.

Odisha government opposed the KoPT's move saying it would affect seven upcoming ports in the vicinity — like Dhamara, Chudamani, Chandipur, Inchudi, Subarnarekha, Bichitrapur and Bahabalpur. After several legal battles over the issue at the Orissa High Court and the Calcutta High Court, the matter finally went upto Supreme Court.